লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ১ এপ্রিল, ২০১৮
Siliguri • Sunday • April 1, 2018
Arthik Lipi, Page 3

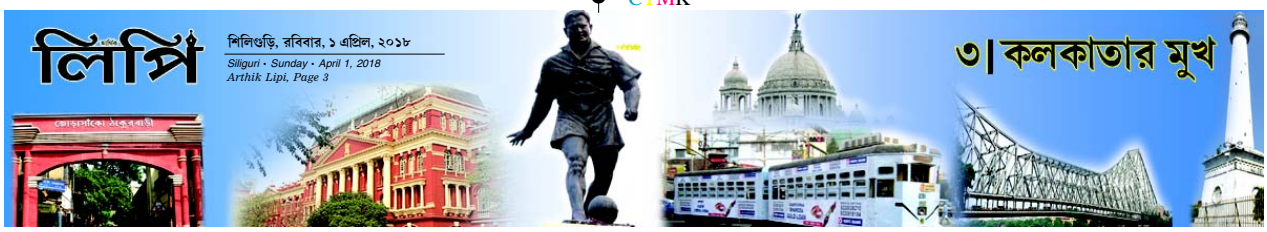

মানুষ বিরোধীদের সঙ্গে নেই, নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে তাঁরা: পার্থ

স্টাফ রিপোর্টার: পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্রকুমার সিং জানান নির্বাচন ঘোষণা করেন। ১৩ ও ৫মে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। আর ৮ মে ভোট গণনা। ২০ টি জেলায় নির্বাচন হবে।

তিন দফায় নির্বাচন হবে বলেও জানায় নির্বাচন কমিশন। তবে পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়ো করে ভোট ঘোষণা করায় বিরোধীরা মোটেও খুশি নন। নির্বাচন প্রসঙ্গে তৃণমূলের মহাসচীবকে সাফ জানান, 'মানুষ বিরোধীদের সঙ্গে নেই তাই নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা'। আমরা আছি জনতার দরবারে, ওরা আছে কোর্টে কিংবা নির্বাচন কমিশনে। বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'এই সাত বছরে আমরা ঐতিহাসিক কাজ করেছি। ফলে নির্বাচনকে ফেস করতে চাইছেন না বিরোধীরা।' তিনি আরও বলেন, 'বিরোধীরা ধর্ম নিয়ে মানুষকে উস্কাচ্ছেন। আর তো কোনও কাজ নেই। তাদের হাতে এমন কোনও তাস নেই যা

নিয়ে তাঁরা মানুষের দরবারে যেতে পারে। সেই কারণেই নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে'। নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চাইছেন না বিরোধীরা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই যে উন্নয়ন বাংলায় হয়েছে'। এই নির্বাচন প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তাড়াহুড়ো করে ভোট ঘোষণা, লুঠেরাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে মানুষ।'

তিনি আরও বলেন, 'ভয় পেয়ে কম সময় ভোট গ্রহণের চিন্তা'। পাশাপাশি এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পরীক্ষার সময় ভোট ঘোষণা। বিরোধীদের প্রচার করতে না দেওয়ার কৌশল'। নানা মন্তব্য করেন বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, তিন দফায় নির্বাচন হবে বলে জানায় নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফায় অর্থাৎ ১ মে নির্বাচন হবে নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা,পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান,পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে। দ্বিতীয় দফায় (৩মে) নির্বাচন হবে, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে। এবং তৃতীয় দফায় (৫মে) নির্বাচন হবে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও আলিপুরদুয়ার। ২০টি জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৫কোটি ৮ লাখ ৩২ হাজার ২ জন। ২ এপ্রিল নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে বলে ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের। প্রথম দফার ভোটে পূর্ন নির্বাচন দরকার হলে তা হবে ৩ মে।

দ্বিতীয় দফার পুর্ননির্বাচনের প্রয়োজন হলে তা হবে ৫ মে। আর তৃতীয় দফার পুর্ননির্বাচনের দরকার হলে তা হবে ৭ মে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। প্রার্থী প্রত্যাহার করতে হলে তা করতে হবে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে। পাশাপাশি নিরাপত্তাজনিত কোনও কারণ না থাকলে রাজ্যের কোনও মন্ত্রী পাইলট কার ব্যবহার করতে পারবেন না। এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

পরীক্ষার সময় নির্বাচন ঘোষণা করায় অসন্তুষ্ট বিরোধীরা

চুরির দায়ে গ্রেফতার পরিচারিকা

স্টাফ রিপোর্টার: চুরি করার দায়ে বাড়ির তিন পরিচারিকাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাগুইআটি থানার কলুপুকুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বিমান পাল অভিযোগ করেন, চলতি মাসের ১৫ তারিখ তার বাড়ি থেকে সোনার গহনাসহ নানান মূল্যবান জিনিস চুরি করে পালায় পরিচারিকা। ৩৮১ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বাগুইআটি থানার কলুপুকুর এলাকার বিমান পাল থানায় অভিযোগ করেন, চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে তার বাড়িতে সোনার গহনা সহ নানা জিনিস চুরি হয়েছে। তার বৃদ্ধা মা'কে ২৪ ঘন্টা দেখাশোনা করতে তিনজন পরিচারিকা। বিমানবাবু পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, বাড়িতে আর কেউ না থাকার জন্য প্রায় বাড়ি থেকে নানা জিনিসপত্র চুরি যেত। পরিচারিকাদের জিজ্ঞাসা করলে অস্বীকার করত। বাড়িতে বৃদ্ধা মা একাই থাকতেন বলে জানিয়েছে বিমানবাবু। গতকাল ঘরের আলমারি থেকে আবারও সোনার গহনা সহ বেশকিছু মূল্যবান জিনিস চুরি যায় বলে বাগুইআটি থানায় অভিযোগ করেন ওই বৃদ্ধার ছেলে বিমান পাল।

গতকাল রাতে চম্পা নস্করকে জ্যাংড়া থেকে ও জ্যাংড়া ঘোষপাড়া থেকে লিপিকা মণ্ডলকে এবং মধ্যমগ্রাম থেকে মিনু মণ্ডল নামে ওই তিনজন মহিলাকে। গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশের কাছে জিনিস নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে করেছে বলে জানা গিয়েছে। চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

নতুন গাড়িতে ছয় বছর আগে পুরনো কেস, অবাক গাড়ির মালিক

স্টাফ রিপোর্টার: নতুন গাড়িতে ছয় বছর আগের ট্রাফিক সিগনাল ভাঙার কেস। বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনের হাতিয়াড়া অঞ্চলে বিকাশ নাথের সঙ্গে। ১৮ অক্টোবর ২০১৭ ঝা চকচকে নীল রংয়ের নতুন ওয়াগেনর গাড়ি কেনেন তিনি। গত বছরের নভেম্বর মাসে গাড়িতে নম্বর প্লেট পান তিনি। দিন কয়েক আগে তিনি জানতে পারেন তার চার মাস আগে কেনা গাড়িতে রয়েছে প্রায় ছয় বছর আগের ট্রাফিক সিগনাল ভাঙার কেস। বিকাশবাবু জানান, ২ নভেম্বর তিনি গাড়ির ব্লু-বুক হাতে পান। এরপর দিন কয়েক আগে কৌতূহলবশত কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে গিয়ে তার নিজের গাড়ির নম্বর দিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান তার গাড়ির নম্বরের ২০১১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার জাজেস কোর্ট রোড গোপালনগর এলাকায় ট্রাফিক সিগন্যাল কেস রয়েছে।

তিনি এই ঘটনা জানতে পেরে অবাক হয়ে যান। ২০১১ সালে তার এই গাড়ি তো দূর অস্ত কোনও গাড়ি ছিল না। এবং অবাক করা ঘটনা হল, ২০১১ সালের সেরা কেসের গাড়ির নাম্বার এবং চেসিস নম্বর সমান। যদিও যে মোবাইল নম্বর দিয়ে কেস রেজিস্টার করা ছিল সেটি অন্য ব্যক্তির বলে জানা গেছে। বিকাশবাবুর এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তার বক্তব্য, আজ শুধুমাত্র ট্রাফিক সিগনাল ভাঙার কেস হয়েছে। পরে আরও মারাত্মক গুরুতর অপরাধে তিনি জড়িয়ে পড়তে পারেন। তাহলে কি একই নম্বরের দু'টি গাড়ি ঘুরছে রাস্তায়। কলকাতা পুলিশের দাবি, একই নম্বরের দু'টি গাড়ি তৈরি হয় না। যদি কেউ এই কাজ করে থাকে তাহলে তা অপরাধ। কিন্তু এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ঘটনা হল কেস খাওয়া গাড়ির চেসিস নম্বর এবং নম্বর প্লেট একই। এবং তা তৈরি হওয়ার আগেই তাঁর নামে কেস রয়েছে কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে।

স্বস্তির আবহাওয়া শহরে

স্টাফ রিপোর্টার: **সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা। সন্ধ্যের আগেই বৃষ্টি নামল কলকাতায়। সঙ্গে কালবৈশাখীও। ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শহর জুড়ে ঠান্ডা আবহাওয়া। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত যে নিম্নচাপ অক্ষরেখা ছিল তা আর নেই। আজও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে। গরমের অস্বস্তি থেকে স্বস্তি পেল শহরবাসী। উত্তরবঙ্গের পর দক্ষিণবঙ্গে এল কালবৈশাখী।**

২০১৬ সালের ৩১ শে মার্চ ভেঙে পড়েছিল পোস্তা বিবেকানন্দ উড়ালপুলের একাংশ। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জনের। শনিবার সকালে সাদা ফুলের সিদ্ধতায় প্রার্থনা চলে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনায়।

ফের আগুন শহরে

স্টাফ রিপোর্টার: **আবারও আগুন লাগল শহরে। শনিবার দুপুর ২ টো নাগাদ নারকেলডাঙার মেন রোডে কলকাতার জুটমিলে আগুন লেগে যায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। প্রথমে দুর্ঘটনায় পৌঁছায় ৫টি ইঞ্জিন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় পরে আরও ৫টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। কারণ জুটমিলের পাশে বস্তি থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বস্তিবাসীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আগুন লাগার কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি। দমকল সূত্রে খবর, জুটমিলের সামনে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কেউ ধূমপান করছিলেন। সেই থেকেই আগুন লাগে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে সবদিক। জানা গেছে, মাস দেড়েক আগে এই জুটমিলে আগুন লেগেছিল। তবে আজ ফের আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।**

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবতী

স্টাফ রিপোর্টার: গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবতী। মৃতের নাম সুধা সর্দার (২৫)। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায়। এই ঘটনায় সুধার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর মা। জানা গেছে, স্বামী পরকীয়ায় জড়িত। এই সন্দেহের বশে প্রায় ঝগড়া লেগেই থাকত সংসারে। এই সন্দেহ থেকেই দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। দিনে দিনে এই দূরত্ব চরম পরিণতি নেয়। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৬ বছরের প্রেম তাদের। তারপরে বিয়ে। সুধার স্বামীর নাম কমল সর্দার। তাদের একটি সাড়ে চার বছরের সন্তানও রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে খবর, স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে এই

নিয়ে শুক্রবার রাতে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সুধা। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দেখা যায় তার দেহ গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে। সেদিন রাতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই সুধাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শনিবার সকালে মৃতার মা সুধার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে পূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে স্বামীর। এই সন্দেহ থেকেই দুজনের মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। আর সেই দূরত্ব এবং মনোমালিন্যই কি এই চরম পরিণতির কারণ? উঠেছে প্রশ্ন।

মাথা ফাটল পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার: সমাজ বিরোধীদের ধরতে গিয়ে স্থানীয়দের আক্রমণে বাসের আঘাতে মাথা ফাটল চিৎপুর থানার অতিরিক্ত ওসি শচীন মণ্ডল। আহত হয়েছেন আরও ৬ পুলিশকর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে চিৎপুর থানা এলাকার জোতি কলোনিতে শুক্রবার রাতে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আহতদের। শহরে ফের আক্রান্ত পুলিশ। কয়েকজন সমাজ বিরোধীদের ধরতে অভিযানে গিয়েছিলেন ওসি শচীন মণ্ডল। তন্নাশি চালানোর নাম করে অত্যাচার করা হচ্ছে এই অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের উপর আক্রমণ করেন। লাঠি ও বাঁশ দিয়েও মারধর করা হয়। বাঁশের আঘাতে মাথা ফেটে যায় শচীন মন্ডলের। আরও কয়েকজন পুলিশকর্মীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রায় লুপ্ত হতে বসা বোরলি মাছের চাষ শুরু নলবনে

স্টাফ রিপোর্টার: ঠান্ডা এলাকার নদীতেই দেখা যায় বরোলি মাছ। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে এই মাছের চাষ এখনও শুরু না হওয়ার ফলে কার্যত লুপ্তপ্রায় হতে বসেছিল মাছের এই প্রজাতি। তাকে বাঁচাতেই এবার রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম বা এসএফডিসির পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হল। তারজন্য অসম এবং কোচবিহার থেকে ১১ হাজার বরোলি মাছের চারা নিয়ে আসা হল কলকাতাতে। জানা গিয়েছে, এই মাছের চারা অর্ধেক ছাড়া হয়েছে নলবন ফিসারি প্রজেক্টে এবং বাকিটা ছাড়া হয়েছে গোলতলা ফিসারি প্রজেক্টে। কিন্তু এই মাছের সব থেকে বড় সমস্যা হল এরা রোদের তাপ সহ্য করতে পারে না। সেই কারণেই এই মাছ চাষের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। জানা গিয়েছে, যে জলাশয়ে এই মাছের চাষ শুরু করা হয়েছে তাতে আর অন্য কোনও মাছ রাখা হয়নি। শুধু তাই নয়, সেই জলাশয়ের অর্ধেকের বেশি অংশ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনওভাবেই অতিরিক্ত রোদ জলে প্রবেশ করতে না পারে। তবে এই মাছগুলি যেহেতু স্রোতযুক্ত ঠান্ডা জলে জন্মায় সেই কারণে এই মাছের জন্য থাইল্যান্ড থেকে আনা হচ্ছে বিশেষ যন্ত্র। যার নাম এয়ারজেট। এর সাহায্যে জলের মধ্যে অক্সিজেন এবং স্রোত দুই তৈরি করা সম্ভব। তবে মাছের সুরক্ষার জন্য জলের গভীরতা বাড়িয়ে ৭ ফুট করে দেওয়া হয়েছে। যাতে নিচের দিকে জলে যেখানে রোদের তাপ পৌঁছাতে পারে না সেখানেই এই মাছগুলি বড় হতে পারে। তবে সেখানে অক্সিজেনের সমস্যা হতে পারে বুঝতে পেরেই এয়ারজেট ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই এসএফডিসি সূত্রে জানা গিয়েছে। মাছগুলির স্বাদ অধিকাংশ বাঙালি যারা উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন তারা ভালই জানেন। কারণ এই সুস্বাদু মাছের জন্য বহু রেস্তোরাঁ তাদের সুনাম করেছে উত্তরবঙ্গে। মাত্র তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই এই মাছ ৫০ গ্রামে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই মাছের চাষ যেহেতু কৃত্রিমভাবে করা হয় না সেই কারণে মাছের চারা পেতেও বেশ সমস্যা হয়। তবে রাজ্যের মন্ত্রীর নির্দেশে

আরও চারা নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নিগমের পক্ষ থেকে। আগামী বর্ষাতেই এই মাছ বাজারে প্রায় ৪০০ টাকা কেজি দরে মিলবে বলেই আশা করেছে নিগম কর্তৃপক্ষ।